মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

৫২ বর্ষ ❀ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ❀ পৌষীপূর্ণিমা সংখ্যা
পৌষ ১৪২১ ❀ জানুয়ারী ২০১৫

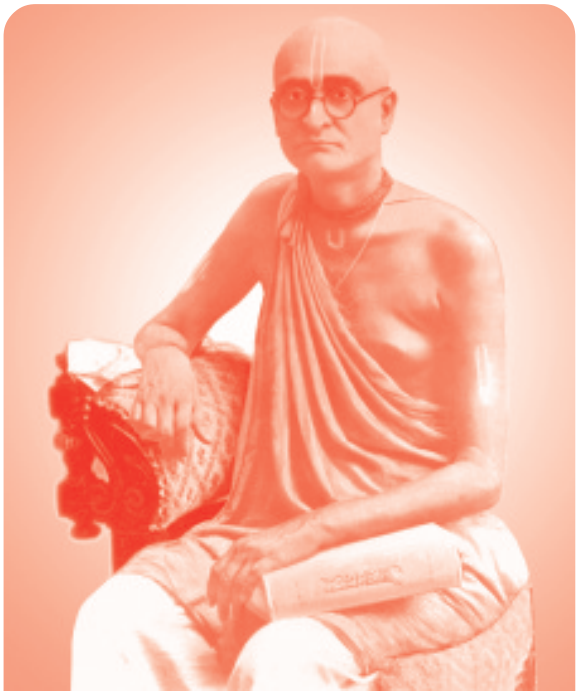

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
১০৮ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কোলকাতা-3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির, ৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯০০২৫৯৭৫৯৬
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (প.ব.)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
ফোন-2444153, STD-0565, মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-291709, STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Little Bird Academy-র সন্নিকটে,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো,
গুয়াহাটী-৭৮২১০৩৪, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০, দেশবন্ধু
পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯২৩৯৮৮০০৭৫
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	৩
২।	শ্রীভক্তিবিনোদ উপদেশ	দৈনিক নদীয়া প্রকাশ হইতে সংগৃহীত	৪
৩।	শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজীর বাণী	—	৪
৪।	এই ভৌমপ্রপঞ্চই জগৎ জীবের শিক্ষাগার	শ্রীমদ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৫।	তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম	শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	৬
৬।	ভিক্ষুক	শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ	৭
৭।	ধাক্কা মার, দরজা খোলা পাবে	শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী	৯
৮।	গৌড়ীয় দর্শনে 'শ্রীনামতত্ত্ব'	শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ	১০
৯।	জীব-মঙ্গল	গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত	১২
১০।	অবধূতোপাখ্যান	দৈনিক নদীয়া প্রকাশ হইতে উদ্ধৃত	১৩
১১।	নিঃশুল্ক চক্ষু ও দন্ত পরীক্ষণ শিবির	—	১৮
১২।	নির্যাণ (বামাচরণ দাস ব্রহ্মচারী ও তারানাথ ব্যানার্জী)	—	১৮

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর**

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী**

৫২ বর্ষ ❀ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ❀ পৌষীপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ পৌষ ১৪২১ ❀ জানুয়ারী ২০১৫

সারকথা

গৌরনাগরবাদ নিরস্ত কেন?

স্ত্রীনাম শুনি' প্রভুর বাহ্য হইলা।
পুনরপি সেইপথে বাহুড়ি' চলিলা ॥
প্রভু কহে,—গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।৮৪-৮৫)

মনোময়ী অর্চ্চার মানসপূজা কিরূপ?

ঝড়ুঠাকুর ঘর যাই' দেখি' আম্রফল।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল ॥
কলার পাটুয়া খোলা হৈতে আম্র নিকাশিয়া।
তার পত্নী তাঁরে দেন, খায়েন চুষিয়া ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬।৩৩-৩৪)

শুদ্ধবৈষ্ণবের স্বভাব কি?

প্রভু কহে,—"রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি' ॥
মহানুভবের এই সহজ স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়" ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৭৭-৭৮)

ঐকান্তিক ভক্ত ও ভগবান্ কিরূপ?

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজজন ॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি' আনে ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৪৬-৪৭)

শ্রীভক্তিবিনোদ-উপদেশ

অবিদ্যা নিবৃত্তির পর বিজ্ঞানরূপ চিদজ্ঞানের উদয়। এতদূর জ্ঞান লাভ করিয়া ভক্তিরস আস্বাদন হয়। অতএব যেই জ্ঞান, সেই ভক্তি।

———

নাম অধিক সংখ্যা হইবে—এই চেষ্টা অপেক্ষা নিরন্তর স্পষ্টাক্ষরে ভাবযুক্ত নাম কীর্ত্তন হয়—ইহার জন্য যত্ন করা উচিত। কৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা একশত বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন, আমি দৃঢ়তাপূর্ব্বক তাঁহার চরণাশ্রয় করিব, কখনও ছাড়িব না—এই প্রকার ধৈর্য্য ভক্তিসাধকদিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। আজ হইতে 'আমি আমার নই', 'আমি কৃষ্ণের' এই বুদ্ধির নাম আত্মনিক্ষেপ।

———

সাধুর নিকট যাইয়া প্রীতিসহকারে তাঁহার সহিত ভগবৎকথার আলোচনাই সাধুসঙ্গ। তাহাতেই ভক্তি লাভ হয়। মহাভাগবতের আশ্রয়ই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র কারণ—ইহা জানিয়া দৃঢ়রূপে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে। বদ্ধাবস্থায় সৎসঙ্গ কেবল হরিবিষয়ে রুচির উৎপাদক মাত্র ভক্তির অঙ্গ নহে। ভজনবলেই জীবের ভগবৎকৃপা লাভ হয়। শ্রদ্ধার উদয় হইতে হইতেই একটু-শরণাগতির উদয় হয়। গুরুকৃপায় স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয়। সর্ব্বত্র সাধুসঙ্গ ও গুরুকৃপা ব্যতীত বিপথপতন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। দৈন্য ও সরলতার সহিত যিনি যত ভজন করিবেন, তিনি ততই কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবেন।

———

ভক্তিসাধন যত নির্ম্মল হয়, ততই কৃষ্ণানুকম্পার উদয় হয়। তাহাকেই সাধু বলা যায়, যিনি কোন ভাগ্যে অন্য সাধুর সঙ্গে নিজ স্বভাবকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। ❑

শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজীর বাণী

সাধারণ লোকের অনুমোদনের দ্বারা হরিভক্তির পরিমাণ মাপা যায় না। যদি হরিভজনে কপটতা থাকে, তাহা হইলে বাহিরে অতিশয় বিরক্তি, অনাসক্তি ও অনেক কিছু ভাবমুদ্রা প্রকাশিত থাকিলেও তাহা প্রকৃত বিরক্তি বা ভাবভক্তি নহে। কোন বিশেষ পরীক্ষায় পড়িলেই সেই মুহূর্ত্তে ঐ কৃত্রিম বৈরাগ্য চলিয়া যাইবে। হরিভজনে যাহার অকপট রতিমতি হইয়াছে, বিরক্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিবার জন্য অবসর খোঁজে। আমরা লোককে ভাব দেখাইব না। এরূপ আচরণ করিব-যাহাতে অন্তরে হরিভজনের অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হরিতে অকৃত্রিম আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে বাহ্যে শত অনাসক্তির ভাব দেখাইলেও কৃষ্ণ তাহাকে কৃপা করেন না, আরও দূরে সরিয়া থাকেন, অকপট অনুরাগ থাকিলে কৃষ্ণ আপনা হইতেই ঘনাইয়া ঘনাইয়া সেই অনুরাগী ভক্তের নিকট আসেন।

যাহার হরিভজনের ইচ্ছা আছে সে যেন অসৎসঙ্গ না করে। অসৎসঙ্গ রাখিব, সৎসঙ্গের অভিনয়ও করিব, কিংবা গোপনে গোপনে ধর্ম্মধ্বজিগণের দুঃসঙ্গ করিব, যাহারা ঐরূপ বিচার পোষণ করে, তাহাদের অনর্থ আরও বাড়িয়া যায়। বহু কষ্ট সহ্য করিয়া-নিরন্তর সৎসঙ্গে থাকিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে তবে হরিনামের সেবা রক্ষা করা যায়। কপটতা কৃষ্ণের একচেটিয়া সম্পত্তি। জীবে কপটতা থাকিলে উহা কৃষ্ণের অনুকরণ বা বাউল মত হইয়া পড়ে। সরলতাই বৈষ্ণবতা।

বৈষ্ণবগণ যখন করুণাবশতঃ আত্মপ্রকাশ করেন, তখন শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবের করুণায় আকৃষ্ট হইয়া শরণাগতির ফলে বৈষ্ণবের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন। অতি ভাগ্যবান ব্যক্তিই বৈষ্ণবের সেবা ও কৃপা হইতে বঞ্চিত হন না, নতুবা বৈষ্ণব আত্মগোপন করিবার জন্য নানাপ্রকার বঞ্চনা বিস্তার করেন। বৈষ্ণব চিনিবার জন্য অনুক্ষণ শ্রীগৌরনিত্যানন্দের চরণে অকপট কাতর প্রার্থনা থাকিলে এবং শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায় হৃদয় দম্ভহীন দৈন্যপূর্ণ হইলে নিতাই-গৌরই সেই হৃদয়ে বৈষ্ণবের স্বরূপ প্রকাশ করেন। বৈষ্ণব নিতাই-গৌরকে জানাইয়া দেন আবার নিতাই-গৌর ও বৈষ্ণবকে চিনাইয়া দেন।

যাহাদের কৃষ্ণসম্বন্ধি বিষয়ে প্রগাঢ় আসক্তি উদিত হয় নাই, তাহাদের কৃষ্ণে আসক্তির অভিনয় কেবল কপটতা। যে ব্যক্তি একান্ত বৈষ্ণবের নিন্দা করে, প্রিয়জন হইলেও তাহার সম্বন্ধ ত্যাগ করা উচিত। ❑

এই ভৌমপ্রপঞ্চই জগৎ জীবের শিক্ষাগার

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)

স্থান—আমলাজোড়া শ্রীগুরুপূজা তাং ১২/১২/২০১৩

পরমারাধ্যতম শ্রীলগুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপায় আজ আমরা প্রপন্নাশ্রম মঠে গুরুপূজা উৎসব পালনে ব্রতী হয়েছি। যারা প্রীতির সঙ্গে ভগবানের সেবা করবেন তারা ভগবানের পূর্ণ কৃপা অর্জন করবেন। ভগবানের পূর্ণ কৃপা অর্জন করলে আর তার সংসার বন্ধন থাকে না। এই প্রপন্নাশ্রমটি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজীর দ্বারা প্রস্তাবিত ও মনোনীত হয়ে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর বুদ্ধিবলে তাঁর গুরুশক্তির বলে স্থাপন করে গেছেন। জীব ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতালেই অমৃতত্ব লাভ করতে পারে। প্রপন্ন চিত্ত যারা, প্রপন্ন হয়ে যারা এখানে আসেন তাদেরই কেবল কল্যাণ হয়। অনন্যভাবে ভক্তির সঙ্গে মানে প্রপন্ন যাঁরা তাঁদের ধর্মে ধর্মী হয়ে যারা হাত দিয়ে ভগবানের সেবা করেন, কর্ণ দিয়ে ভগবানের কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করেন, কীর্ত্তন শোনান, কীর্ত্তন করে—তারাই প্রপন্নগণের ধর্ম যাজন করেন প্রপন্ন আশ্রমবাসী হ'ন। কাজেই এই মঠটা একটা সাধারণ মঠ নয়। এটা জগতের লোক স্থাপন করে গেছে তা' নয়, সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠের লোক থেকে এসে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, তাঁরা এখানে প্রতি একাদশীতে অবস্থান করে প্রচুর নৃত্য কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করে জীবকে মায়িক জগতের থেকে উপরে উঠিয়ে এনেছেন। মায়িক জগতের থেকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে এসে তাঁরা সেই জগতের চর্চা করতে বলেছেন। 'প্রপন্ন' কথার অর্থ হলো যে ডিগ্রীতে আমরা প্রপন্ন বা শরণাগত হবো সে ডিগ্রীতে আমাদের মঙ্গল প্রবেশ করবে। **'প্রপন্নগণের আশ্রম' অর্থাৎ এখানে জড়ীয় কোন সংগঠন, জড়ীয় কোন আড্ডা নয়, জড় জগতের কোন চর্চা এখানে হয় না, ভগবদ্ ধর্মের চর্চা হয়ে থাকে। ভগবদ্ ধর্মের চর্চা মানে শ্রবণ কীর্ত্তনাখ্য পন্থার মাধমে ধর্মের চর্চা। যে চর্চার দ্বারা নিজেকে শুদ্ধ করে ও অপরকে শুদ্ধ করে। মহাপ্রভু বলেছেন—**

''নাচি নাচাই সুখ পাওত।
গাহি গাওয়াই সুখ পাওত ॥''

এই যে গাহি গাওয়ানো অর্থাৎ ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্ত্তন করা এটা যে কি অপূর্ব মঙ্গলের রাজ্যে নিয়ে যায়, যারা করেন তারা বোঝেন। আমরা কেউ এই জগতে নিত্যকাল থাকব না, কিন্তু এই জগতে আসা যাওয়ার মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি? না,—সাধুসঙ্গে সমাহিত হয়ে শ্রবণ কীর্ত্তন করা এবং এর দ্বারা কি ফল লাভ হয়? যাদের হয় তারাই বোঝেন অন্যলোক বুঝতে পারেন না।

ভগবান ভগযূত, তাঁর মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য, যশ, জ্ঞান, শ্রী ও বৈরাগ্য আদি সব রয়েছে তাই তিনি ভগবান এবং সেই শ্রী শক্তির দ্বারা বা ভগবদ্ শক্তির দ্বারা ভগবান মর্ত্ত্য জগতের লোককেও ভগবত্তা দান করে ভগবানের ভূমিকায় নিয়ে আসেন।

''মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদাঽমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥''

(ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

অমৃতত্ব প্রাপ্ত হলে তিনি সেই জিনিসটা তার মধ্যে infuse করে দেন। আমরা যেরকম মিষ্টি খেলে মিষ্টির ক্ষুধা বিনষ্ট হয় এবং তৃপ্তি আসে, শক্তি পায় সেরকম আমরা প্রপন্ন আশ্রম থেকে ভগবানকে জানতে শিখলে তো কথাই নাই। সেইদিকে এগোবার চেষ্টা করলেই মঙ্গল। **জগত-জীবের শিক্ষাগার হচ্ছে এই ভৌমপ্রপঞ্চ,** এখানে আমরা এসেছি, কেন এসেছি, আর কেনই বা এখানে সুখ দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে? ভগবানের ইচ্ছাতে দেবীধামে এসে আমরা এখানকার অসুবিধাগুলো কি উপায়ে লাঘব করতে পারি সে কথাটা ভাগবত বলে দিয়েছেন। ভগবানের যে দেওয়া সুখ দুঃখ তার মধ্যে শিক্ষা রয়েছে, শিক্ষা দান করতে পারে। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য আমাদের এখানে আসা। শিক্ষার মহানতা হচ্ছে এখানে থেকে ভগবদ্ তত্ত্ব সম্বন্ধীয় শিক্ষা জানতে হয়। কে আমি, কোথা থেকে, কেন আমাকে থাকতে হয় একথাটা জানা হয়ে গেলে আর এখানে থাকার তাৎপর্য্য অন্যরকম হয়। ভগবানের ভগবত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান হলে জীবের আর কোন অজ্ঞানতা থাকে না। কুৎসিত

কদাকার এই সংসার আবার ভগবানের সঙ্গে বিজ্ঞতার সম্বন্ধ হলে তখন ভগবদ্ রাজ্যে আমরা উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারি। সেজন্য শাস্ত্রকারগণ বলছেন—

''যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্র-তরঙ্গ ॥''

এই সিদ্ধান্ত তরঙ্গ জানতে গেলে আমাদের ভগবদ্ ভক্তের আশ্রয়ে থেকে ভাগবতগণের অনুশীলন করতে হবে। ভাগবত হলেন—ভক্তভাগবত আর গ্রন্থ ভাগবত—

''এই দুই ভাগবত দ্বারে দিয়া ভক্তিরস
তা'র প্রেমে তিনি হ'ন বশ ॥''

ভগবানকে বশীভূত করবার আর অন্য কোন রাস্তা নাই—ভক্তসেবা আর ভাগবত সেবাছাড়া। ভাগবত বলতে দুই-রকম—ভক্তিরস পাত্র আর ভক্তিরস শাস্ত্র। যে ভক্তের হৃদয়কমলে ভক্তিরস সিদ্ধান্ত থাকে তাঁরা হচ্ছেন ভাগবত। এই দুই ভাগবত দ্বারে দিয়া ভক্তিরস, তার প্রেমে তিনি হ'ন বশ।

ভক্তিশূন্য মরুভূমিতে বা উষরভূমিতে তাঁর নাম করে বা সেবা করে সুখ পান না। যার হৃদয়টা পরিমার্জিত হয়েছে তিনিই কেবল ভগবদ্‌রাজ্যে যেতে পারেন এবং ভগবানের আসনটা তৈরী করে দেবেন কে?—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁরা সর্বত্র ভগবানকে দেখতে পান এবং সকল ভক্তের হৃদয়েও দেখতে পান সেজন্য তাঁদের দৃষ্টিকোণের মধ্যে পড়লে দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে যায়। সেজন্য ভাগবত অনুশীলন করতে পারি গ্রন্থ ভাগবতের দ্বারা আর যারা ভাগবতকে জেনেছেন তাঁদের দ্বারা, ভক্তসঙ্গ না হলে ভাগবতকে জানতে পারা যায় না, দেখতে পাওয়া যায় না আর কেউ ভগবানকে জানাতে পারে না, দেখাতেও পারে না। আমাদের দেখেও দেখা হয় না। এখানে দেখা বলতে অনুভবকে বোঝায়। চাক্ষুষ দেখা বা দেহ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন এটা মায়িকদর্শন। এই মায়িক দর্শনের থেকে ভগবদ্ দর্শন আসে না। ভগবদ্ দর্শন আসে ভগবানের ভক্তগণের দৃষ্টিকোণ, শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে। ব্রহ্মা বলছেন—শ্রুতেক্ষিত পন্থায় তোমাকে দেখা যায়। শ্রুতি কি বলছেন, বেদ কি বলছেন এই angle থেকে দেখতে শিখলেই আমরা ভগবানকে একদিন না একদিন দেখতে পাব। ভগবানের কথা অমৃত, এই অমৃত শ্রবণ সেবন করেন যারা পঠন পাঠন করেন যারা তারাই ভাগবত হয়ে যান, তারাই জগতে জীবকে রাস্তা দেখান। এইসব মহাজনগণের অনুগত হতে পারলে, ভগবান তাদের দ্বারা গুরুর কাজ করিয়ে জগতের হিত সাধন করেন। এইরকম একটা হিতাহিত বিচার সম্পন্ন স্থান শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাবলে ও শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীর কৃপাবলে এখানে জগত-জীবের জন্য একটা আশ্রম স্থাপন করে গেছেন। এই আশ্রমটা কিন্তু অন্যান্য গৌড়ীয় মঠের মতো নয়, এ সম্পূর্ণ আলাদা ও সুপ্রাচীন। এই প্রাচীনের ধর্মে ধর্মী যে সমস্ত মহাজনগণ আছেন তাদের কৃপায় লাভ হয় জগতের শ্রেষ্ঠ হিত। ❑

তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের কথায় গোবিন্দের বিশ্রাম স্থান বৈষ্ণবের হৃদয়ে। শাস্ত্রে আমরা শুনতে পাই ভগবান সর্বত্র রয়েছেন। তিনি প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে বিরাজমান। এত সব স্থান থাকতে বৈষ্ণবের হৃদয়ে বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন কি? ভগবান হরি সর্বত্র সর্বদা। যেখানেই তিনি থাকতে চান সেই স্থানেই বৈকুণ্ঠ তৈরী করে অবস্থান করেন। স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় হরি বৈকুণ্ঠলোক, গোলক এবং কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড থাকতে কেন তিনি বৈষ্ণব হৃদয়ে থাকতে চান? কেনই বা তথায় তিনি বিশ্রাম করেন? এর কারণ সম্বন্ধে দু-একটি কথা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে স্মরণ করে এই প্রবন্ধে আলোচনা করবার প্রয়াস করছি।

একটি কারণ স্বরূপ বলা যায় যে—''সাধবো হৃদয়ং মহ্যম সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥
(ভাঃ—৯।৪।৬৮)

শ্রীঅম্বরীশ মহারাজের চরিত্র বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে

স্বয়ং ভগবানের এই উক্তিতে আমরা দেখতে পাই—কৃষ্ণভক্ত বা বৈষ্ণব কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু জানেন না। কৃষ্ণ সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোন সম্বন্ধে তিনি বাঁধা পড়েন না। জগতের সমস্ত প্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করে তিনি কৃষ্ণ সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন আরাধ্য বা সেব্য তত্ত্ব তাঁর নাই। তাঁর সকল প্রকার প্রিয়ত্বের কেন্দ্রবিন্দু কৃষ্ণই। এককথায় কৃষ্ণগত প্রাণ বৈষ্ণব। এইরূপ বৈষ্ণবকে ভগবানও সর্বাধিক প্রিয় বলে জানেন। সাধুর হৃদয় এবং কৃষ্ণের হৃদয় একাকার হয়ে অবস্থান করে।

অপর একটি কারণ—জাগতিক মানুষের হৃদয় যেমন কামনাগ্রস্থ, বৈষ্ণবের হৃদয়টি তা নয়। কৃষ্ণেতর কামনায় এই সংসারের প্রতিটি জীব হৃদয় কলুষিত। সর্বদা ভগবানের কাছে এটা চাই ওটা চাই—এইরূপ মানবের ভাব বা চিন্তা-ধারা। সেক্ষেত্রে বৈষ্ণবের হৃদয় কামনাশূন্য। ভগবানের ইন্দ্রিয়-তোষণ ব্যতীত বৈষ্ণবের আর অন্য কোন কামনা নাই। তাই কৃষ্ণ বৈষ্ণবের হৃদয়ে সুখে বিশ্রাম করতে পারেন। কোনও প্রকার অশান্তি বা উদ্বেগ তাঁকে ভোগ করতে হয় না।

আর একভাবে এও বলা যায় যে বৈষ্ণব হৃদয় সর্বদা পবিত্র, সেখানে কোনও প্রকার পাপপ্রবৃত্তি নাই। হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্যশূন্য তাঁর হৃদয়। কোনও সময়ের জন্য তিনি অন্যের অহিত চিন্তা করেন না। ভগবানের ন্যায় করুণাগুণে তাঁর হৃদয় সর্বদা সিক্ত। তাই গোবিন্দ এইরূপ বৈষ্ণবের হৃদয়ে সুখে বাস করতে সক্ষম হন। ভগবান পরম পবিত্র। অপবিত্র স্থানে তাঁর স্থিতি নাই। বৈষ্ণব হৃদয় এমনই পবিত্র যে তিনি নিজ দর্শন দানে অন্য জীবের অপবিত্রতা দূর করতে সক্ষম। তাই এইদিক দিয়ে বৈষ্ণব হৃদয়ই ভগবানের বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান।

আমরা শাস্ত্রেতে পাই ''মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ''—ভগবান নিজেই বলেছেন ''আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, আমি যোগীগণের হৃদয়ে থাকি না কিন্তু যেখানে আমার ভক্ত আমার গুণগান করে সেখানে আমি থাকি।'' বৈষ্ণব সদা হরিকীর্ত্তনপর। জ্ঞানী, যোগীগণ স্থির, মৌন। ভগবানের যশ গানে তারা বিরত থাকেন। অপরপক্ষে কৃষ্ণ গুণকীর্ত্তন ব্যতীত বৈষ্ণব জলবিহীন মৎস্যের ন্যায় অস্বস্তি বোধ করেন। এক-কথায় বৈষ্ণবের জিহ্বায় কৃষ্ণ নামরূপে সদা অবস্থান করেন। হরিকথা কীর্ত্তনে বৈষ্ণবের কোন শ্রম নাই। অতএব ভগবান 'প্রিয়শ্রবা' হয়ে বৈষ্ণব হৃদয়েই বিশ্রাম করে সুখ পান।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর ভাষায় আমরা দেখতে পাই—''কৃষ্ণাদন্যমজানতঃ ক্ষণমপি স্বপ্নেঽপি বিশ্বশ্বরে''অর্থাৎ বৈষ্ণব কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই জানেন না। একক্ষণ বা লব সময়ের জন্যও বৈষ্ণবের কৃষ্ণ বিস্মৃতি নাই অর্থাৎ কৃষ্ণকে সর্বদা হৃদয়ে ধারণ করে রাখাই বৈষ্ণবের কাজ। শুধু তাই নয় নিরন্তর তাঁর প্রতি অহৈতুকী ভক্তি অর্পণ নিয়েই তাঁর জীবন। বিশুদ্ধভক্তি বা প্রেম এমন একটা ধন যেটা শক্ত রজ্জুর ন্যায়, যার দ্বারা ভগবানকে বেঁধে রাখা যায়। এটাই ভগবানকে হৃদয়ে বেঁধে রাখার একমাত্র উপায় স্বরূপ। তাই ভগবান বৈষ্ণব হৃদয় ছেড়ে পালাবেন কোথায়? যদ্যাপি এই শ্রেণীর বৈষ্ণব জগতে দুর্লভ তথাপি ভগবৎ ইচ্ছায় এঁরা জগতে প্রকট থাকেন। ভাগবান সাধক বা জীব এঁদের সেবায় শ্রদ্ধা বা রুচি লাভ করেন। ❑

''ভিক্ষুক''

শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ, রচেষ্টার, আমেরিকা

ভিক্ষুকের কার্যই হল জীবন ধারণের জন্য ভিক্ষা করা। ভিক্ষাই হলো তার উপজীবিকা। এই সংসারে কয়েক প্রকার ভিখারী দেখা যায়। কেউ বিষয় ভোগের ভিখারী, কেউ যশের ভিখারী, কেউ অর্থের ভিখারী, আবার কেউ পরমার্থের ভিখারী। জগতে যতপ্রকার ভিখারী আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো পরমার্থ পথের ভিখারী। কারণ পরমার্থ ছাড়া অর্থ, যশ, প্রতিষ্ঠাদি মানুষকে কখনো কখনো পশুর সমতুল্য করে তোলে ও গর্হিত কার্যে নিয়োজিত করে। অপরপক্ষে পরমার্থ পথের ভিখারী সত্য, শৌচ, দয়া ও ত্যাগের আশ্রয়ে পরম পবিত্রতা লাভে ধন্য হন এবং অন্য সকলকে পরমার্থ দানে পরম কল্যাণ ও পবিত্র করে তোলেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে বলি মহারাজ, অম্বরীশ, প্রহ্লাদ, নারদ, রাজা দশরথ, মহারাজ নন্দ, রত্নাকর দস্যু, বালি, অজামিল, বিল্বমঙ্গল, পাপী ব্যাধ ও জগাই-মাধাই

আদির চরিত্র আলোচনীয়।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে গুহক চণ্ডাল গঙ্গা পার করেন এবং শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে বিনিময়ে কিছু দিতে চাইলে জাগতিক কোন কিছু না নিয়ে তিনি তাঁর কাছে এই ভবসমুদ্র পার হবার জন্য ভিক্ষা চেয়েছিলেন। বলি মহারাজ বামনদেবের শ্রীচরণে সর্বস্ব দান করে দাসত্ব ভিক্ষা করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবের চরণে নিষ্কাম সেবক হয়ে সেবা ভিক্ষা করেছিলেন। শ্রীনারদ মুনি সর্বদা সর্বত্র ভগবৎ কথা কীর্ত্তনে ব্রতী হতে চেয়েছিলেন। রাজা দশরথ কৈকেয়ীর চরণে শ্রীরামচন্দ্রের বিনিময়ে সর্বস্ব দান করতে ব্রতী হয়েছিলেন। শ্রীনন্দ মহারাজ দেহ, মন ও সর্ব ইন্দ্রিয়াদিকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। শ্রীঅম্বরীশ মহারাজ নবধা ভক্তি যাজনের দ্বারা ভগবানকে চিরবশীভূত করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের পরম মিত্র, পরম জ্ঞানী, পরম ভক্ত শ্রীউদ্ধব মহারাজকে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদেরকে শান্তনা দেবার জন্য শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রেরণ করেছিলেন। তাহাতে শ্রীউদ্ধবের প্রভুত আনন্দ হয়েছিল। শ্রীবৃন্দাবন যাবার প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে অলকাবলী, প্রসাদী বস্ত্র ও মাল্যের দ্বারা ভূষিত করেছিলেন। এই শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদজ বস্তু উদ্ধবের হৃদয়ে এক অনিবর্চ্চনীয় আনন্দের প্রলয় এনেছিল। তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন এই পৃথিবীতে একমাত্র তিনিই ভাগ্যবান। কিন্তু উচ্চ কুলোদ্ভুত, ধনবান উদ্ধব ভিখারী হয়ে মথুরায় ফিরে এসেছিলেন। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে চরণতলে অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রার্থনা করেছিলেন—

''বন্দে নন্দ ব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্‌গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥

(ভাঃ—১০।৪৭।৬৩)

ব্রজবাসীগণের সহজ, সরল, নিষ্কাম কৃষ্ণপ্রেমের কাছে শ্রীউদ্ধবের জ্ঞান ও ভক্তি কত নগণ্য, তা তিনি প্রতি পদে পদে অনুভব করেছেন। ব্রজজনের কৃষ্ণপ্রেম দর্শন করেছেন, কিঞ্চিৎ অনুভূত হলেও অবগাহন করতে পারেননি। শ্রীউদ্ধব শ্রীনন্দ মহারাজের পাশে বসে আছেন শ্রীনন্দ মহারাজও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে অঝোরে ঝুরছেন। উদ্ধবকে কিছু শান্তনা বাক্য বলতে হয় নতুবা শ্রীনন্দ মহারাজের সঙ্গে কাঁদতে হয়। শ্রীউদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণ বলে কাঁদার মতো প্রগাঢ় প্রেম নাই। আবার তিনি এটাও বলতে পারছেন না আপনি আরো জোরে জোরে কাঁদুন। আবার কাঁদবেন না বললেও নিখিল শাস্ত্র শ্রীউদ্ধবের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেবে। যে নামে জগৎ পবিত্র হয়, সে কৃষ্ণ নামে বাধা প্রদান করাও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। তাই উদ্ধব মহারাজ অনেক চিন্তা করে তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন শ্রীনন্দ মহারাজকে উপহার দিয়ে বলিলেন—''আপনি পরম ভাগ্যবান।'' উদ্ধবের এই কথা পরম সত্য কিন্তু শ্রীনন্দ মহারাজকে কতটুকু সান্ত্বনা দিয়েছিল তাই বিচার্য বিষয়।

প্রত্যুত্তরে শ্রীনন্দ মহারাজ আরো আকুল হৃদয়ে উদ্ধবকে বলেছিলেন উদ্ধব! তোমাকে আমি প্রথমে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ভেবেছিলাম। কিন্তু তুমি নিতান্ত বালকসম। কোথায় কি বলতে হয় এই জ্ঞানটুকুও তোমার মধ্যে নাই। আমি আগে ভাবতাম আমি পুত্রহারা হয়েছি। এখন জানলাম আমার গোপাল নাকি ভগবান, পরমেশ্বর, অন্তর্যামী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি। আমি শুধু পুত্রহারাই হই নাই, ভগবানকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছি। ''কৃষ্ণ ধন আছে যার সেই বড় ধনী''। উদ্ধব! তুমি আমাকে ভাগ্যবান বলছ? তোমার এই কটাক্ষপূর্ণ বাক্য আমার হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করছে। এই জগতে ভাগ্যবান ছিলেন রাজা দশরথ, যিনি পুত্ররূপী ভাগবান শ্রীরামের বিরহাগ্নিতে নিজেকে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, আর আমি কৃষ্ণহারা হয়ে বা পুত্রহারা হয়েও এখনো জীবিত আছি। শ্রীউদ্ধব শ্রীনন্দ মহারাজের ভগবানের প্রতি প্রেম দর্শনে বিস্মিত, আপ্লুত, বিমোহিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় চিত্ত। উদ্ধব মনে মনে চিন্তা করছেন আমি কি ভুল বললাম? উদ্ধব যা বলেছেন তাও সত্য, কিন্তু শ্রীনন্দ মহারাজের গভীর বাৎসল্যপ্রেমে বিরহাগ্নি প্রশমিত না হয়ে আরো প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, যা জ্ঞানীর জ্ঞানের অগম্য।

এই উদ্ধব শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন-কালে যখন শ্রীনন্দ-যশোদার কাছে বিদায় অনুমতি নিতে গেলেন তখন শ্রীনন্দ মহারাজ অশ্রুসিক্ত নয়নে শ্রীউদ্ধবের কাছে বলেছিলেন—

নন্দ আদি গোপগণ করি জোড় করে।
কাঁদিতে কাঁদিতে কিছু বলে উচ্চৈস্বরে ॥
চিত্তবৃত্তি রহু কৃষ্ণ চরণ আশ্রয়ে।
কৃষ্ণ বিনে চিত্ত যেন আন নাহি লয়ে ॥
বাণী যেন কৃষ্ণগুণ কহে নিরন্তর।
প্রণাম করিতে যেন রহে কলেবর ॥

কর্ম্মবন্ধে যথা তথা হয় উতপতি।
জনমে জনমে যেন রহে কৃষ্ণে রতি ॥
প্রভুর ইচ্ছায় জন্ম হউ যথা তথা।
কভু যেন না ছাড়ি কৃষ্ণের গুণকথা ॥
(শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী—১০।৪৭।১৫৫-১৫৯)

শ্রীউদ্ধব মহারাজ ব্রজগোপীগণের কুঞ্জের দ্বারে উপনীত হয়েছেন। ব্রজগোপীগণ শ্রীউদ্ধবকে স্বাগত করেছেন তাঁর অঙ্গের বসন, ভূষণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী মাল্য ও বস্ত্রের গন্ধ দ্বারা। তাঁরা শ্রীউদ্ধবকে কখনো দেখে নাই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ গন্ধ গোপীগণের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে চিরপরিচিত। তাঁরা নিশ্চিত করেছেন ইনি যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের লোক। তাই তাঁরা শ্রীউদ্ধবকে আসন দিয়ে বসতে দিয়েছেন। শ্রীউদ্ধব মহারাজ পরম জ্ঞানী, তিনি সেই আসনকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করে মাটিতেই বসেছেন। গোপীগণ শ্রীউদ্ধবকে ঘিরে বসেছেন। একজন গোপী বললেন—তুমি যে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের লোক তা আমরা ভালভাবেই চিনেছি তোমার অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বেশভূষার গন্ধে। কিন্তু তুমি কি নিজেই বেশভূষা পরে এসেছ না যদুপতি নিজেই পরিয়েছেন। তোমার অঙ্গে এই মহার্ঘ আভূষণগুলি আশ্চর্য লাগছে যে, কাঙ্গালের ছেলে যদি ভাগ্যবশে রাজপদবী প্রাপ্ত হয়, তা হলে কি কাঙ্গাল পিতামাতার ভাগ্যে এমনই অবমাননাই জোটে? যাঁদের বুকভরা স্নেহে পালিত হয়েছে, যার তনুখানি কিনা বিরহ কাতর পিতামাতা শতচ্ছিন্ন ধুলিমলিন বস্ত্রে আবৃত। উদ্ধব ভাষাহীন নির্বাক প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় নতমস্তকে ধরিত্রীর পানে তাকিয়ে ছিলেন। শাস্ত্রের বাক্য সেখানে স্তব্ধ হয়ে গেছিল। কিন্তু শ্রীধাম বৃন্দাবনের আকাশ, বাতাস, বৃক্ষলতা, গোবর্দ্ধন, যমুনা ও শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণের আন্তরিক প্রীতি, ভালবাসা নন্দ যশোদার প্রেম উদ্ধবকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয় নি। ভগবানকে আপন করে পেতে হলে, তাঁর কৃপালাভের অধিকারী হতে হলে বা তাঁর ভগবত্তার ঐশ্বর্য ও মাধুর্য্য পূর্ণরূপে আস্বাদন করতে হলে প্রধান অন্তরায় জ্ঞানকর্মাদির আবরণ তা ব্রজের ধূলি ও শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণ অপসারিত করে পরম পবিত্রতা ও নির্মলতা দানে শ্রীকৃষ্ণকে আপন করে ভালবাসতে শিখিয়েছে। নিষ্কাম সেবাবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করতে সমর্থ এবং জগতে শ্রীব্রজধাম ও তৎপরিকরগণই এই ভক্তির দ্বারে চিন্ময়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই দিব্যজ্ঞান ও ভক্তিদানে শ্রীউদ্ধবকে ভূষিত করেছিলেন। শ্রীউদ্ধবের নয়নে প্রেমাশ্রুদানে ধন্য করেছেন এই ব্রজধাম। তাই উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের চরণে অশ্রুসিক্ত নয়নে নন্দস্থিত ব্রজের গোপগোপীগণের চরণরেণু প্রার্থনা করে জগতবাসীকে ধন্য করেছিলেন। জগতবাসী জানতে পেরেছে কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ ও সহজ সাধন।

গোপীগণের খেদপূর্ণ অভিব্যক্তি দেখে উদ্ধব যেন লজ্জায় ঘৃণায় নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। ব্রজে আসবার সময় শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজ হাতে উদ্ধবকে সাজিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তাঁহার মনে হচ্ছিল তাহার জীবন ধন্য তিনি মহাভাগ্যবান। আর এখন মনে হচ্ছে এই শ্রীকৃষ্ণবিরহী গোপীগণের কাছে তিনি কত হীন। উদ্ধব ভাবছেন ব্রজে আসার সময় ব্রজের এই চিন্ময় ধূলিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে আসতে পারলে তার জীবন ধন্য হয়ে যেত।

সুতরাং ভিক্ষাই ভিক্ষুকের বৃত্তি। আজ আমরা পরমার্থ পথের ভিখারী। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমাদের ভিক্ষাদাতা। ভিক্ষার বস্তু ভগবৎ প্রেম। সেই লাভের জন্য সাধন নববিধা ভক্তি। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট শরণাগত, সরলতা, দৈন্য ভাবপ্রযুক্ত বা তাঁদের কাছে কৃপাভিখারী হয়ে ভক্তি যাজনে ব্রতী হলে সেই অপ্রাকৃত প্রেম ধন লাভ করা যায়। সাধকের কৃপাভিক্ষা ছাড়া আর অন্য কোন রাস্তা নাই। সুতরাং আমরা সকলেই গুরুবৈষ্ণবের নিকট কৃপার ভিখারী বা ভিক্ষুক। ❑

"ধাক্কা মার, দরজা খোলা পাবে।"

শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কোলকাতা

খৃষ্টানদের শাস্ত্র বলেন—"ধাক্কা মার, দরজা খোলা পাবে।" এই কথাটির অর্থ অনেকে এরূপ বলেন, যদি কোন জীব ক্রমাগত চেষ্টা করে, তাহলে সে নিজের চেষ্টায় কাজে সফল হবে বা প্রয়োজন লাভ করবে। অপর কাহারও সাহায্যের দরকার নাই। এই কথাটি এই জড় জগতে সত্য এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু উপরিউক্ত কথাটি অপ্রাকৃত বা চিন্ময় জগৎ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। অপ্রাকৃত জগৎ বা সেবাময় জগতে নিজের চেষ্টায় আরোহণ করা

বামন হয়ে চাঁদ ধরার ন্যায় হাস্যস্পদ। মানুষ দরজায় ধাক্কা মারবে অর্থাৎ ঈশ্বরের কৃপা লাভের জন্য গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য, শরণাগত, সরলতা ভাব প্রযুক্ত হবে। সাধন চেষ্টা সতত চালিয়ে যাবে।

কিন্তু প্রশ্ন দরজা খুলবে কে? সাধকের আগ্রহ, নিষ্কপটতা, চেষ্টার ঐকান্তিকতা ও অকপটতা প্রভৃতি দেখে যদি দরজা খুলবার মালিক উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তবেই তিনি দরজা খুলে ভক্তকে ক্রোড়ে নিবেন, তাকে সেবার অধিকার দান করবেন। ভক্তকে আত্মস্যাৎ করবার অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে। মানুষ যেমন দরজায় ধাক্কা দেবার মালিক, তেমনি তিনিই একমাত্র দরজা খুলবার মালিক। যেমন তেমন করে ধাক্কা দিলে দরজা খোলা যায় না। মানুষের সামর্থ্য নাই যে জোর পূর্ব্বক দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে ভিতরের জিনিষ নিজের বলে গ্রহণ করে বা ভোগ করে।

বর্ত্তমান এই জড় জগতে যেমন আমরা অপরের ঘরের দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করে কোন জিনিষ নিজের বলে দাবি করতে পারি না, তখন কিরূপে সেই সর্বেশ্বরের গৃহে বা ভগবৎ রাজ্যে বলপূর্বক প্রবেশ করে সেখানে নিজ ভোক্তৃত্ব বা ঈশ্বরত্বভাব স্থাপন করব? আমরা জোর করে কোন কাজে সফলতা লাভ করতে পারি না। সেইজন্য অপরের সাহায্য বা কৃপা লাভের প্রয়োজন হয়।

যিনি ধাক্কা দিবার কৌশল জানেন তাঁর শরণাগত হতে হবে। তিনি হলেন গুরুপাদপদ্ম। ধাক্কা মারার পদ্ধতির নাম ভজন পদ্ধতি বা ভজন কৌশল। যা সৎগুরু চরণাশ্রয় গ্রহণপূর্বক গুরুর কৃপাবলে লাভ করা যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় (৪।৩৪) ভগবান বলেছেন—''তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'' অর্থাৎ গুরু কৃপালাভের জন্য প্রণিপাত বা দণ্ডবৎ নমস্কারযোগে প্রণাম, পরিপ্রশ্ন বা এই দুঃখময় সংসার কি, কেন সংসার দুঃখ এবং কিরূপে এর থেকে মুক্ত হতে পারব ইত্যাদি পরিপ্রশ্ন ও সেবা বা পরিচর্যা ভাব নিয়ে গুরুর অনুগমন করতে হবে। এই গুরুসেবা হতে চ্যুত হলে আমরা পরাধীনতার পাশে আবদ্ধ হব। সেই সময় আমাদের নড়বার সামর্থ্য থাকবে না, কেমন করে তখন ধাক্কা মারব? যদি গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে সাধুসঙ্গের দ্বারা সেই পাশ হতে মুক্ত হয় তবেই আমরা দরজায় ধাক্কা দিতে পারি বা ভজন পথে অগ্রসর হতে পারি। এবং দরজায় প্রবেশ করতে পারি বা তাঁর অমন্দোদয় দয়ার সমুদ্রে স্নান করে, তাঁর চরণামৃত পান করে চিন্ময় জগতের সেবা সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য অনুভব করতে পারি।

কঠোপনিষদ (১।২।২৩) বলেন—

''নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥''

অর্থাৎ এই পরমাত্মাকে বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্য দ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হয়ে পরমাত্মার কৃপা প্রার্থনা করেন, তখন তাঁরই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ংপ্রকাশ তনু প্রকটিত করেন। সুতরাং আমরা নিজের চেষ্টায়, নিজের বুদ্ধিতে তাঁকে লাভ করতে পারি না, যাকে তিনি নিজে অনুগ্রহ করেন তিনি তাঁকে লাভ করে ধন্য হন। সাধনের নিগূঢ় তাৎপর্য্য যাঁর জানা আছে এমন গুরুর শরণাগত হলে তিনি অনুগ্রহ লাভের পথ দেখিয়ে দেন। ধাক্কা মারার সুকৌশল তিনিই জানিয়ে দেন। সুতরাং পারমার্থিক জগতে বা ভক্তিজগতে প্রবেশ করতে গেলে গুরুর কৃপালোকে ভজন কৌশলরূপ ধাক্কা মারার প্রয়োজন হয়। ❑

গৌড়ীয় দর্শনে 'শ্রীনামতত্ত্ব'

সংগ্রাহক ঃ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ, মঠাধ্যক্ষ, কলকাতা

ভগবানের বাচক অবতারবিশেষ এই 'নাম'। 'বাচ্য ও বাচক' এই দুই স্বরূপে তিনি প্রকাশিত। 'বাচ্য' স্বয়ং শ্রীবিগ্রহ এবং 'বাচক' সাক্ষাৎ শ্রীনাম। শ্রীনাম সাক্ষাৎ ভগবান এবং বাচ্যাপেক্ষা অধিক করুণ।

''বিগ্রহ স্বরূপ বাচ্যে অপরাধ করি।
শুদ্ধনামাশ্রয়ে সেই অপরাধে তরি॥''

আবার ''কিন্তু জানিয়াছি নাথ বাচক স্বরূপ।
বাচ্যাপেক্ষা দয়াময় এই অপরূপ॥''

আবার ''নাম-নামী ভেদ নাই বেদের বচন।
তবু নাম—নামী হতে অধিক করুণ॥''

এই সমস্ত প্রমাণ বাক্য দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, যদি কলিহত জীব তার অনর্থবশতঃ, দুর্দৈববশতঃ, অজ্ঞতাবশতঃ সমস্ত

সাধনে অধিকারী হয়, তথাপিও সে নামভজনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন না। শ্রীনামপ্রভু সাক্ষাৎ ভগবান, অভিন্নতত্ত্ব হয়েও জগৎজীবের মঙ্গলার্থে অধিক করুণরূপে প্রকাশিত। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকে খেদের সহিত আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা প্রকাশ করেছেন—যে নাম বহুস্বরূপে প্রকটিত, যে নাম গ্রহণের কোনও স্থান কালাকাল বিচার নাই আবার যে নামের মধ্যে ভগবানের সমগ্র শক্তি বর্তমান অর্থাৎ যাঁকে সম্যকরূপে আশ্রয় করলে আর অন্য কোন ভগবৎ ইতর বস্তু জীবকে আকৃষ্ট করে মায়ামধ্যে পতিত করতে পারে না সেই নাম প্রভুতে আমার রুচি উৎপন্ন হয় না—এতটাই মন্দভাগ্য।

কলিযুগের জীবের মন্দভাগ্যের কথা চিন্তা করেই ভগবান কৃপাপূর্ব্বক 'বাচ্য ও বাচক'—এই দুই স্বরূপে অবতীর্ণ। যা সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ অভিন্নতত্ত্ব। তাই চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে—

'নাম'-'বিগ্রহ' 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন 'চিদানন্দ-রূপ ॥'

এই তিন অভিন্ন হলেও নাম প্রভু নামী হতে অধিক করুণ। এই নাম সাধ্য হলেও সাধনও বটে। বদ্ধাবস্থায় যা সাধনীয় মুক্তাবস্থায় তাই আস্বাদনীয়। এই নাম মুক্তকুলের দ্বারা উপাসিত তত্ত্ব। কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জীবের একমাত্র আশ্রয় তত্ত্ব—এই নাম। অতএব শ্রীনাম সমগ্র জীবের উদ্ধারের একমাত্র উপায়স্বরূপ। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে শ্রীনামের মহিমা বলতে গিয়ে প্রথম শ্লোকে নামসংকীর্ত্তনের সাতটি ফলের কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে 'চেতো-দর্পণমার্জনং' শব্দে চিত্তদর্পণ মার্জনকারী এই নাম কীর্ত্তন—এইরূপ বলেছেন। এপ্রসঙ্গে চিত্তকেই কেন মার্জনের কথা বলা হয়েছে—ইহাই বিচার্য্য বিষয়। কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদিতে মনঃ সংযমের কথা, ইন্দ্রিয়াদি সংযমের কথা রয়েছে। একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুই চিত্ত মার্জনের কথা বলেছেন। কারণ ইন্দ্রিয়ের অভ্যাস থেকে মনের অভ্যাস সূক্ষ্ম, মনের থেকে বুদ্ধির এবং বুদ্ধির থেকে অহংকারের অভ্যাস আরও সূক্ষ্ম। আবার এ সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা জীবের যাবতীয় কৃত্য চিত্তের ভূমিকায় কষায়রূপে সংশ্লিষ্ট হয়। এই চিত্তই আত্মার সাথে আবরণরূপে থাকে। অতএব মন, বুদ্ধি, অহংকার এর সংযম করতেই মুনি ঋষিগণ সহস্র সহস্র যুগ অতিবাহিত করেন, কষ্টসাধ্য কঠোর সাধনা করেছেন—তথাপি সকলে সফল হন নাই। তাদের পক্ষে চিত্তের সংযম বা চিত্ত শুদ্ধির কথা সুদূর পরাহত। আবার ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বলেছেন—চিত্তের দ্বারাই ভক্তি হয়। চিত্তশুদ্ধি মানেই আত্ম-শুদ্ধি। অতএব চিত্তের শোধন ব্যতীত আমরা কখনো ভগবৎভক্তি যাজন করতে পারি না। তারই উপায় স্বরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম সংকীর্ত্তনের পন্থা প্রকাশ করলেন। যে বস্তু জ্ঞান-কর্ম যোগাদি দ্বারাও সিদ্ধি হয় না, সেই বস্তু কেবলমাত্র নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা অতি অল্প আয়াসেই সিদ্ধ হয়। কেননা নামের মধ্যেই ভগবান তার সমগ্র শক্তি অর্পণ করেছেন—"নিজ সর্বশক্তি স্তত্রার্পিতা"। এই নামই সাক্ষাৎ শব্দরূপী, বর্ণ-রূপী ভগবান। যার হৃদয়ে এই নামের আভাসও উদিত হয়, তার হৃদয় সম্পূর্ণ শোধিত হয়। যা অন্য কোন ক্রিয়ার সিদ্ধির ভূমিকাতেও লাভ হয় না। এই নাম সাধনের সর্ব্বপেক্ষা সুবিধা সাধ্য ও সাধন একই অথবা উপায় ও উপেয় বস্তু একই। অর্থাৎ—সাধনে উপায়রূপে যে নামকে আশ্রয় করা হয়। সেই নামই সাধ্যরূপে বা উপেয়রূপে প্রকাশিত। এটি অপ্রাকৃত তত্ত্ব। তথাপি প্রাকৃত জীবের গোচরীভূত। তাই বলেছেন—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥"

যথা "অপ্রাকৃত তত্ত্ব নহে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গোচর।" তাই এমন অপ্রাকৃত নামে প্রভুর চরণে সম্যক্ আশ্রয় ব্যতীত তাঁর সাধন সম্ভব হয় না।

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥"

কৃষ্ণনাম—চিৎস্বরূপ চিন্তামণিবিশেষ, তা কৃষ্ণ চৈতন্যরসের বিগ্রহস্বরূপ, তা পূর্ণ অর্থাৎ মায়িক বস্তুর ন্যায় আবদ্ধ ও খণ্ড নয়, তা শুদ্ধ অর্থাৎ মায়ামিশ্র নয়, তা নিত্য মুক্ত অর্থাৎ সর্বদা চিন্ময়, কখনও জড়সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না, যেহেতু নাম ও নামীর স্বরূপে কোন ভেদ নাই। "যো নাম, সো হরি—কছু নাহি ভেদ।" সেই হরি অভিন্ন। নামতত্ত্বের সাধনে কেবল অপরাধের বিচার আছে। শুদ্ধনাম, নামাভাস ও নামাপরাধের বিচারপূর্বক গৌড়ীয়গণ অপরাধশূন্য নাম ভজন করেন এবং জগৎজীবকে তার উপদেশ দান করেন। বিষয় বিগ্রহ স্বরূপ এই নামী যা কেবল শুদ্ধনামের দ্বারা সেবিত হন। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—

"অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥"

জীব-মঙ্গল।

(গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত)

(১)

রে জীব,
ভেবেছ কি মনে কিবা মঙ্গল-নিলয়?—
যে মঙ্গলে নাহি মাত্র অমঙ্গল-কণা?
যে মঙ্গল নিত্যকাল বর্ত্তমান রয়?
চরম মঙ্গল তব ভেবে কি দেখ না?

(২)

রে জীব,
বুদ্ধিমান্ যেবা হয়, লক্ষণ কি তা'র?—
চরম মঙ্গল লাভে সদা যত্নপর।
যাহে ক্ষণ সুখোদয়, ক্ষণে নাহি আর,
কভু তাহে রত নাহি হয় সুধী নর ॥

(৩)

রে জীব,
স্বর্গ-সুখ নহে তব চরম কল্যাণ।
পুণ্যক্ষয় যবে হয় স্বর্গসুখ-ভোগে,
পুনঃ কর্ম্মক্ষেত্রে জন্ম নিয়তি-বিধান,
চক্রবৎ স্বর্গমর্ত্ত্য লভে কর্ম্ম-যোগে ॥

(৪)

রে জীব,
মোক্ষলাভ নহে তব শ্রেয় সর্ব্বোত্তম।
বহু ক্লেশে ফল্গুত্যাগে সাধি' সো ঽহংজ্ঞান,
আপনারে মুক্ত মানি করে মহাভ্রম,
উল্লঙ্ঘিয়া হরিপদে অধঃপাতে যা'ন ॥

(৫)

রে জীব,
শ্রেষ্ঠ শুভলিপ্সু যদি, পর ধর্ম্মে চর—
যাহে অধোক্ষজে কৃষ্ণে ঐকান্তিকী ভক্তি,
অহৈতুকী, অব্যহতামাত্র সেবাপর,
আত্মার প্রসাদ তবে কৃষ্ণে অনুরক্তি ॥

(৬)

রে জীব,
চরম কল্যাণ তব শুদ্ধা ভক্তি হয়,
তাহা লভিবারে যদি করহ প্রয়াস,
সাধু-গুরু-পাদপদ্ম কর সমাশ্রয়,
মহাজন সঙ্গ বিনা ভক্তে নাহি আশ ॥

(৭)

রে জীব,
মহাজনরূপে কিন্তু বহু সে কপট
ভ্রমিতেছে পথে ঘাটে লোক সংঘট্টিয়া।
বুঝে না নির্ব্বোধ লোক—কে সাধু, কে শঠ,
না বুঝে' বঞ্চিত হয় অসতে মজিয়া ॥

(৮)

রে জীব,
তাই বলি সাবধান, কৃষ্ণসেবা-রত।
অকিঞ্চন, কৃষ্ণনিষ্ঠ, সাধু, মহাজন,
ভুক্তি-মুক্তি-কাম-শূন্য, তত্ত্ব-পারঙ্গত,
শান্তচেতা গুরুদেব, আর কেহ ন'ন ॥

(৯)

রে জীব,
বেদে ভাগবতে এই দেয় উপদেশ,
ইহা ছাড়ি, অন্যমত যত যেবা আছে,
তাহাতে অনর্থরাশি, নাহি শুভ-লেশ।
অসাধু ছাড়িয়া রহ সাধুজন কাছে ॥

(১০)

রে জীব,
চাহ যদি স্বকল্যাণ, বিলম্ব না কর।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণতত্ত্ব বিচারিয়া লহ।
লভিয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানে সদা নাম কর,
ইহাতে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি, হরেকৃষ্ণ কহ।

অবধূতোপাখ্যান

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ হইতে উদ্ধৃত

একদা যযাতিনন্দন ধর্ম্মবিৎ যদু কোন এক তরুণ সুপণ্ডিত অবধূত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে ব্রহ্মণ! আপনি এই সর্ব্বলোক বিচক্ষণা বুদ্ধি কোথায় পাইলেন, আপনি কাহাকে আশ্রয় করিয়া অকুতোভয়ে বালকের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন এবং আপনার আত্মাতে এত আনন্দেরই বা কারণ কি? সেই মহাভাগ ব্রাহ্মণ কহিলেন,—'হে রাজন, আমার বুদ্ধ্যুপাশ্রিত বহু গুরু আছেন, যাঁহাদের নিকট হইতে আমি সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তভাবে পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি; আপনি তাঁহাদের পরিচয় শ্রবণ করুন।

১। পৃথিবী, ২। বায়ু, ৩। আকাশ, ৪। জল, ৫। অগ্নি, ৬। চন্দ্র, ৭। সূর্য্য, ৮। কপোত, ৯। অজগর, ১০। সমুদ্র, ১১। পতঙ্গ, ১২। মধুকর, ১৩। হস্তী, ১৪। মধুহা, ১৫। হরিণ, ১৬। মৎস্য, ১৭। পিঙ্গলা, ১৮। কুরর, ১৯। বালক, ২০। কুমারী, ২১। শরকার, ২২। সর্প, ২৩।ঊর্ণনাভ, ২৪। পেশস্কৃৎ।

পৃথিবীর নিকট শিক্ষা—

ধীর ব্যক্তি দৈবীমায়া-বশীভূত আত্মীয়স্বজনগণের দ্বারা উৎপীড়িত হইলেও কখনও সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম হইতে বিচলিত হইবেন না। পৃথিবীর একাংশ পর্ব্বতের নিকট লোকহিতার্থ ভূধারণ, স্বোৎপন্ন রত্নাদি প্রদান ও বৃক্ষ তৃণ ও নির্ঝারোৎক্রমণাদি শিক্ষা করিবে এবং অপরাংশ বৃক্ষের নিকট পরাত্মতা শিক্ষা করিবে। বৃক্ষ যেমন স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইলেও রোপণকারীকে ফুলফলাদি প্রদান করতে কুণ্ঠিত হয় না, তদ্রূপ গুরুদাস গুরুকৃষ্ণের আনুগত্যে সর্ব্বত্র নাম প্রেম-প্রচারপূর্ব্বক তাহাতেই আনন্দিত থাকিবেন।

বায়ু দুইপ্রকার-(ক) প্রাণবায়ু (খ) বাহ্যবায়ু—প্রাণবায়ুর নিকট শিক্ষা—

প্রাণবায়ু যে প্রকার রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়কে অপেক্ষা না করিয়াই বর্ত্তমান থাকে, গুরুদাসও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়প্রিয় বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণবৃত্তিতে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং যাহাতে জ্ঞাননাশ ও চিত্তবিক্ষেপ না হয়, এরূপ সাত্ত্বিক দ্রব্য আহার করিবেন। অতি রুক্ষ্ম বা অনিবেদিত বস্তু আহার যেরূপ চিত্তবিক্ষেপের কারণ, আলস্য ও শুক্রাদিবর্দ্ধক দ্রব্যাদি আহারও তদ্রূপ চিত্তচাঞ্চল্যের হেতু। সুতরাং গুরুসেবক উভয়প্রকার আহারই সর্ব্বতোভাবে, সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জন করিবেন।

বাহ্যবায়ুর নিকট শিক্ষা,—

বিষয় সকল সেবা করিয়াও গুরুদাস তাহাতে আসক্ত হইবেন না। বায়ু যেরূপ গন্ধের সহিত যুক্ত হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না, গুরুদাসও তদ্রূপ মায়িক দেহে অবস্থিত হইলেও সদা আত্মস্থ থাকিয়া মায়িকগুণে লিপ্ত হইবেন না।

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈ যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥''

(ভাঃ ১।১১।৩৮)

আকাশের নিকট শিক্ষা,—

(১) আকাশ যেরূপ সর্ব্বগত হইয়াও ঘটপটাদির দ্বারা পরিচ্ছন্ন বা লিপ্ত হয় না, গুরুদাসও তদ্রূপ দেহান্তর্গত হইলেও লব্ধদীক্ষাপ্রভাবে অসৎসঙ্গে লিপ্ত না হইয়া পরমেশ্বরের সহিত অন্তরে বাহিরে সেব্য-সেবকভাবে অবস্থান করিবেন। (২) আকাশ যেমন বায়ুর দ্বারা বিচলিত মেঘাদির সহিত সংস্পৃষ্ট হয় না, গুরুদাসও সেরূপ কালক্ষোভ্য স্থূল-লিঙ্গদেহে আসক্ত হইবেন না।

জলের নিকট শিক্ষা,—

জল যে প্রকার স্বচ্ছ, স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ, মধুর, পবিত্র, গুরুদাসও তদ্রূপ নির্ম্মলচরিত্র, সর্ব্বভূতে দয়ালু, মধুর, আলাপী ও ভগবন্নাম-গুণকীর্ত্তনোপদেশদ্বারা সর্ব্বলোক পবিত্র করিবেন।

অগ্নির নিকট শিক্ষা,—

(১) গুরুদাস অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, তপোদ্দীপ্ত, গুণদ্বারা অক্ষোভ্য ও অপরিগ্রহ হইয়া পাপ বা পূণ্যমলে লিপ্ত হইবেন না। তিনি অগ্নির ন্যায় কখন গুপ্ত, কখনও ব্যক্তরূপে ভূত-ভবিষ্যৎ পাপপূণ্য দগ্ধ করিয়া দাতৃগণের প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিবেন। (২) অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠাদিতে অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকিলেও মন্থনপ্রভাবেই প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ভগবানও স্ব-

শক্তিপ্রভাবে সৃষ্ট গুণময় ও চেতনময় জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট থাকিলেও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্ত্যঙ্গ যাজনের দ্বারা গুরুদাসের শুদ্ধচিত্তে উদিত হন।

চন্দ্রের নিকট শিক্ষা,—

চন্দ্রের পঞ্চদশ কলা যেরূপ কালক্রমে হ্রাসবৃদ্ধি হয়, কিন্তু উহা স্বরূপতঃ ষোড়শ অমা-কলারূপ চন্দ্রের নহে, তদ্রূপ জন্মমরণাদিরূপ ষড়্‌বিকার সকলই দেহের জানিবে—আত্মার নহে।

সূর্য্যের নিকট শিক্ষা,—

সূর্য্য যেরূপ স্বীয় রশ্মিদ্বারা সমুদ্রজল বাষ্পরূপে আকর্ষণ করিয়া মেঘে পরিণত করে, পুনর্ব্বার যথাকালে মেঘবারি-সিঞ্চনে পৃথিবীর তৃপ্তিবিধান করে গুরুদাসও তদ্রূপ বিষয়ীর পাপপুণ্যলব্ধ অর্থ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক গুরুকৃষ্ণে সমর্পণ করেন, পুনর্ব্বার যথাকালে ভগবৎপ্রসাদরূপে বিতরণ করিয়া সকল আত্মার তৃপ্তবিধান করেন, স্বয়ং তাহার লাভালাভে আসক্ত হন না।

(২) সূর্য্য যেরূপ স্ব-মণ্ডল, স্ব-রশ্মি ও প্রতিচ্ছবি-সমন্বিত, পরতত্ত্বও তদ্রূপ স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি সমন্বিত, ইহা গুরুদেবতাত্মা সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তিই দর্শন করেন, কিন্তু স্থূলবুদ্ধি কর্ম্মজড়ব্যক্তি জলের কম্পনাদি-দোষযুক্ত সূর্য্যে প্রকৃত সূর্য্যজ্ঞানের ন্যায় জন্মাদি ষড়্‌বিকার-দোষযুক্ত দেহাদিকে আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুর নির্ম্মল স্বরূপ অনুভূতি লাভ করিতে পারে না।

কপোতের নিকট শিক্ষা,—

গুরুদাস কখনও কাহার সহিত কোন স্থানে অতিশয় প্রীতি বা লালন-পালনাদি নিবন্ধন আসক্তি করিবেন না। যদি করেন তবে তিনি বিবেকশূন্য কপোতের ন্যায় সন্তাপ ভোগ করিবেন। পরমার্থ-সাধনের একমাত্র উদ্ঘাটিত দ্বারস্বরূপ দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি কপোত-কপোতীর ন্যায় গৃহমেধী হইয়া আসক্তিবশতঃ কুটুম্বপোষণ করে, শাস্ত্রে তাহাকে আরূঢ়চ্যুত বলিয়াছেন।

অজগরের নিকট শিক্ষা,—

প্রারব্ধভোগ অবশ্যই হইবে, তজ্জন্য বৃথা উদ্যমে আয়ুক্ষয় না করিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকৃপালাভের প্রতীক্ষায় থাকিবে (ভাঃ ১০।৪।৮) প্রাণিগণের পক্ষে স্বর্গসুখ ও নরকাদি ক্লেশ উভয়ই সমান অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। গুরুদাস সেরূপ সুখ-দুঃখের প্রত্যাশা করিবেন না, যথালব্ধ দ্রব্যের দ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। খাদ্যদ্রব্য সরস বা বিরস, অধিক বা অল্প যাহাই হউক না কেন— অনায়াসলব্ধ দ্রব্য গুরুকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। আর যদি আহার্য্য দ্রব্য অনায়াসলব্ধ না হয় কিংবা লব্ধ হইয়াও বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে দৈবগতি অর্থাৎ কৃষ্ণেচ্ছা স্থির করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিবেন।

সমুদ্রের নিকট শিক্ষা,—

(১) গুরুদাস সমুদ্রের ন্যায় বাহিরে প্রসন্নভাব ও অন্তরে গম্ভীর ভাব, অলক্ষ্যাভিপ্রায়প্রযুক্ত দুর্ব্বিগ্রাহ্য, তেজস্বিতাপ্রযুক্ত অনতিক্রম কখনও কোন অবস্থায়ই অর্থাৎ অবস্থা সত্ত্বেও বৈবশ্যরাহিত্যবশতঃ অনন্তপার, বিজিতষড়্ গুণহেতু অক্ষোভ্য ও নিশ্চল ভাব ধারণ করিবেন। (২) সমুদ্র যেমন বর্ষাকালে নদীসমূহের সংযোগে প্রবৃদ্ধ বা গ্রীষ্মকালে তদভাবে শুষ্ক হয় না, তদ্রূপ গুরুদাসত্ব লাভালাভে প্রহৃষ্ট বা প্রতপ্ত হইবেন না।

(অনন্তর রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, রস—এই পঞ্চবিষয়ে মোহিত পতঙ্গ, মধুকর, হস্তী, হরিণ ও মৎস্য—এই পঞ্চগুরুর নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন) বাহ্যরূপ বিষয়াসক্তি জীবের সর্ব্বনাশের হেতু।

পতঙ্গের নিকট শিক্ষা—

''দৃষ্টা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ ॥''

(ভাঃ ১১।৮।৭)

অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবমায়ারূপিণী স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাহার হাবভাবে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের অগ্নিতে পতনের ন্যায় ঘোরতর নরকে পতিত হয়। যদি কনক-কামিনীর মধ্যে কামিনীতেই উক্ত পঞ্চবিষয় সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান, তথাপি কনক অপেক্ষা কামিনীর প্রথম সন্দর্শনের (ভোগবুদ্ধিতে দর্শনেই) জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব রূপাসক্তিই সর্বনাশের প্রধানহেতু জানিয়া গুরুসেবক সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন।

মধুকরের নিকট শিক্ষা,—মধুকর দুই প্রকার (ক) ভ্রমর (খ) মধুমক্ষিকা।

(ক) ভ্রমর যেমন নানাপুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, তদ্রূপ গুরুসেবক অল্প বা বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতে সারগ্রহণ

করিবেন এবং কোন গৃহস্থের হিংসা না করিয়া মাধুকরীবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুকৃষ্ণের সেবা করিবেন।

মধুমক্ষিকার নিকট শিক্ষা,—

গুরুদাস ভিক্ষালব্ধ অন্নাদি পরাহ্ণ বা পরদিবসের নিমিত্ত সঞ্চয় করিবেন না। যদি করেন, তবে মক্ষিকার ন্যায় সঞ্চিত আহার্য্যদ্রব্যের সহিত বিনষ্ট হইবেন। কোন কোন মক্ষিকা আহারমাত্র করে, সংগ্রহ করে না। তদ্রূপ গুরুদাসও প্রণিপাত দ্বারা গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিবেন এবং উদরমাত্রগ্রাসী হইয়া মক্ষিকার ন্যায় সঞ্চয়ী হইবেন না।

হস্তীর নিকট শিক্ষা,—

স্পর্শশক্তিও জীবের সর্ব্বনাশের হেতু—এই বিষয় হস্তীর নিকট শিক্ষা করিবে। গুরুদাস আপনার মৃত্যুস্বরূপ কখনও কোন স্ত্রীতে আসক্ত হইবেন না, পদদ্বারাও কোন স্ত্রীকে স্পর্শ করিবেন না; যদি করেন, তবে হস্তিনীর অঙ্গস্পর্শ নিমিত্ত হস্তীর ন্যায় গর্ত্তে পড়িয়া বিনষ্ট হইবেন। কিন্তু অন্য বলবান গজহস্তী স্ত্রৈন্যের ন্যায় অন্য বলবান্ পুরুষ কর্ত্তৃক নিহত হইবেন।

মধুহার নিকট শিক্ষা,—

যে ধনসঞ্চয়ে দান বা ভোগ নাই, তাহা পরহস্তগত হইবে—এ বিষয়ে মধুহাকে অর্থাৎ মধুমক্ষিকার মধুচক্র হইতে মধুগ্রহীতাকে গুরু করিয়াছি। মধুহা যেরূপ মক্ষিকার অনুগমনে তরুকোটিরাদি মধ্যে মধু আছে জানিয়া হরণ করে, তদ্রূপ (অর্থাৎ স্থানমার্জ্জন, উপবেশন, মুহুরীক্ষণাদি চিহ্নদ্বারা কোথায় ধন আছে, তাহা এবং কি প্রকারে উহা সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তদুপায় যিনি জানেন) গুরুদাস মধুহার ন্যায় লুব্ধব্যক্তির সঞ্চিত ধন ছলে বলে, কলে, কৌশলে সংগ্রহ করিয়া শ্রীগুরুকৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত করিবেন। গুরুদাস গৃহমেধী গৃহীদিগের ক্লেশোপার্জ্জিত বিত্ত মধুহার ন্যায় সর্ব্বাগ্রে বিষ্ণু বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত করিবেন।

হরিণের নিকট শিক্ষা—

প্রাকৃত শব্দমাধুর্য্যাসক্তি সর্ব্বনাশের হেতু—ইহা হরিণের নিকট শিক্ষা করিবে। গুরুসেবক সাধুমুখবিগলিত ভগবৎ-কীর্ত্তন ব্যতীত কখনও গ্রাম্যগীতি শ্রবণ করিবেন না। যদি করেন, তবে ব্যাধের বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হরিণের ন্যায় বিনষ্ট হইবেন। মৃগীসুত ঋষ্যশৃঙ্গমুনিও মায়াবিনী বারাঙ্গনাগণের গীতশ্রবণে মোহিত হইয়া তাহাদের ক্রীড়ামৃগ হইয়াছিলেন।

মৎস্যের নিকট শিক্ষা,—

প্রাকৃত রস বিষয়ে আসক্তি আরও সর্ব্বনাশের হেতু—এবিষয়ে মৎস্যের নিকট শিক্ষা করিবে।

অসদ্বুদ্ধি ব্যক্তি অতিশয় ক্ষোভকারী দুর্জ্জয় জিহ্বা বেগের বশবর্ত্তী হইয়া বড়শীবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়।

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বংজিতে রসে ॥

(ভাঃ ১১।৮।২১)

অর্থাৎ পুরুষ যে কাল পর্য্যন্ত রসনা জয় না করিয়া অন্য সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করেন, সে কাল পর্য্যন্ত তিনি জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না। যিনি রসনাকে জয় করিয়াছেন, তিনিই সকল ইন্দ্রিয়বিজয়ী গোস্বামিপদবাচ্য। কেন না, যদি আহার পরিত্যাগ করা যায়, তবে অন্য ইন্দ্রিয় জয় করা যায় বটে; কিন্তু রসনেন্দ্রিয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আবার যদি আহার করা যায়, তবে রসাসক্তিবশতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয় ক্ষুব্ধ হয়; সুতরাং রসনাকে জয় করলেই সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করা হয়। এই রসনাজয়ের একমাত্র অব্যর্থ উপায়—

(১) রসনাদ্বারা রসের সহিত ভগবন্নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন এবং (২) ভগবৎপ্রসাদ সেব্যবুদ্ধিতে আস্বাদন। অতএব গুরুদাস গুরুকৃষ্ণের আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ, ভবরোগের এই অপ্রাকৃত ঔষধ ও পথ্য সেবন করিবেন। গীতায়ও শ্রীভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন—

''রসবর্জ্জং, রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥''

(২।৫৯)

পিঙ্গলার নিকট শিক্ষা,—

পিঙ্গলা বেশ্যার নিকট ত্যাগ-ভোগ-রাহিত্যযুক্ত বৈরাগ্য শিক্ষা করিয়াছি। পূর্ব্বকালে বিদেহনগরে পিঙ্গলানামে এক বেশ্যা বাস করিত। হে রাজন্! আমি তাহার নিকট যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। সেই স্বৈরিণী পথিক কান্তের জন্য স্বীয় বেষভূষা ধারণ করিয়া সায়ংকালে বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিত। সেই অর্থলুব্ধ কামুকী পথিমধ্যে পুরুষদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া এক এক করিয়া সকলের প্রতিই 'ইনি ধনবান্, ইনিই আমাকে ধন দিবেন'। প্রতিক্ষণে এইরূপ চিন্তা করিত। কোন একদিন সেই সঙ্কেতোপজীবনী বেশ্যা এইরূপ সকলকে গমনাগমন করিতে ও স্বীয়গৃহে না আসিতে দেখিয়া মনে করিল—অন্য

কোন ধনবান্ ব্যক্তি আসিয়া নিশ্চয়ই আমাকে বহুধন দানপূর্ব্বক ভজনা করিবেন।'' এইরূপ দুরাশাবশতঃ নিদ্রাশূন্য হইয়া দ্বারে প্রবেশ ও নির্গমন করিতে করিতে পিঙ্গলার অর্দ্ধরাত্র অতিবাহিত হইল। ধনাশায় শুষ্কবদনা ও দীনচিত্তা সেই পিঙ্গলার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অনুরাগজনিত আনন্দ-হেতু নির্ব্বেদ আসিয়া আবির্ভূত হইল।

তৎকালে সেই নির্ব্বিণ্ণচিত্তা পিঙ্গলা যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিল তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রাজন্ বৈরাগ্যই পুরুষদিগের আশাপাশ-ছেদনের অসিস্বরূপ; অজাতবৈরাগ্য ভোগী ব্যক্তির আশাপাশ ছেদন করিবার অন্য উপায় নাই। পিঙ্গলা কহিল,—''হায়! আমি কি বিবেকশূন্য, আমি মোহ-বশতঃ অজিতাত্ম মূর্খের ন্যায় অতিতুচ্ছ ও অসৎ কান্তপুরুষ-দিগের নিকট হইতে কাম্য বিষয় কামনা করিতেছি। হায়! আমি অন্তরে রতিপ্রদ ও বিত্তপ্রদ এই নিত্য সৎপদার্থের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞের ন্যায় অকামদ এবং দুঃখ, ভয়, শোক ও পীড়াপ্রদ অতি তুচ্ছ পুরুষগণকে ভজনা করিতে-ছিলাম। হায়! এতকাল আমি অতি কদর্য্য সাঙ্কেত্যবৃত্তির দ্বারা আত্মাকে বৃথা পরিতাপিত করিয়াছি। আমি ক্রীতের ন্যায় লম্পট অর্থলুব্ধ ও অনুশোচ্য পুরুষগণ হইতে রতি ও বিত্তপ্রাপ্তির আশা করিতেছিলাম। হায়! হায়! বংশঝাড়সদৃশ অস্থিনির্ম্মিত, ত্বক, রোম, নখাদি-দ্বারা আবৃত এবং নিরন্তর ক্লেদক্ষরিত, বিষ্ঠা-মূত্র-পূরিত নবদ্বারসংযুক্ত অতি ঘৃণিত এই কান্তশরীরকে আমি ব্যতীত আর কে আদর করিয়া থাকে? হায়! হায়! আমি আত্মপ্রদ অচ্যুত ভিন্ন অপর স্ত্রৈণ পুরুষের নিকট কামভোগ ইচ্ছা করিয়াছি। অহো! ধিক্ আমাকে! এই বিদেহনগরে কেবল একা আমিই মূঢ়া ও অসতী।

শরীরীদিগের আত্মস্বরূপ ও প্রিয়তম সুহৃৎ ঈশ্বরের নিকট এই দেহ-গেহ নিবেদন-পূর্ব্বক তাঁহাকে জয় করিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহার সহিত বিহার করিব। কাম্য বিষয় সকল, কামদাতা নরসকল এবং কালাধীন দেবতাবৃন্দ সকলেই অনিত্য। ইহারা কামিনীদিগের কোন প্রিয়সাধন করিতে সমর্থ নহে। কেবল একমাত্র বিষ্ণুই ইহলোকে ও পরলোকে সকল সুখবিধান করিতে পারেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার কোন সুকৃতিফলে ভগবান্ বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। কারণ, এক্ষণে আমার এই সুখাবহ বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে।'' সেই ব্রাহ্মণ কহিলেন—হে রাজন্! প্রদোষে স্বীয় অঙ্গনে শ্রীদত্তাত্রেয় মুনিকে যদৃচ্ছক্রমে আগমন করিতে দেখিয়া পিঙ্গলা বলিয়াছিল, ''হে বিরক্তাগ্রগণ্য প্রভো, কৃপাপূর্ব্বক অদ্য আমার অঙ্গন পবিত্র করুন, এখানেই অবস্থানপূর্ব্বক কিছু ভোজন করিয়া বিশ্রাম করুন', এই বলিয়া সেইস্থান মার্জ্জন-লেপনাদি সংস্কার করিয়া তাঁহার যথাযোগ্য সম্মান করিয়াছিল এবং তাঁহার কৃপাবলেই এতা-দৃশী বিরক্তি ও ভগবদ্রতি লাভ করিয়াছিল। পিঙ্গলা বলিল-যদি আমি মন্দভাগ্যই হইতাম, তাহা হইলে যে বৈরাগ্যবশতঃ পুরুষসকল পুত্র কলত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া পরমশান্তি আশ্রয় করে, সেই সুখপ্রদ বৈরাগ্য আমার কখনই আসিয়া উপস্থিত হইত না। শ্রীগুরুদেব-প্রদত্ত এই নির্ব্বেদ আশীর্ব্বাদ আমি মস্তকে গ্রহণ করিয়া গ্রাম্য ক্রিয়া অর্থাৎ বিষয়সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলাম; আমি যথালাভে জীবিকা নির্ব্বাহপূর্ব্বক পরম শ্রদ্ধাসহকারে প্রসন্ন মনে সেই আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত বিহার করিব। আমি ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছি, ইহার কারণ, সংসারকূপে পতিত, বিষয়-মোহে অন্ধ এবং কালসর্পকর্ত্তৃক আক্রান্ত এক আত্মাকে উদ্ধার করিতে তিনি ভিন্ন আর কে সমর্থ? জীব যখন এই জগৎকে কালসর্পগ্রস্তরূপে দর্শন করে, তখনই অপ্রমত্ত হইয়া নিখিল বিষয় ভোগ হইতে বিরক্ত হয় এবং গুরুকৃষ্ণের আনুগত্যে ভজনপ্রভাবে আত্মার উদ্ধারসাধন করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—পিঙ্গলা এইরূপ বৈরাগ্য আশ্রয়-পূর্ব্বক কান্ত-তৃষ্ণাজনিত দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কান্তৈকনিষ্ঠারূপ পরমশান্তি লাভ করিয়াছিল। হে রাজন্,—

''আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
যথা সংচ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা ॥''

(ভাঃ১১।৮।৪৪)

অতএব একমাত্র শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোথায়ও শান্তি নাই, ইহা নিশ্চয়পূর্ব্বক গুরুদাস যুক্তবৈরাগ্যসহকারে ভগবদ্ভজন করিবেন।

কুরর পক্ষীর নিকট শিক্ষা,—

নিরামিষ-বলবান্ অন্য পক্ষী যখন সামিষ দুর্ব্বল কুরর পক্ষীকে বধ করিয়া তাহার সেই আমিষ গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়, তখন সে যেমন সেই আমিষ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হয়, তদ্রূপ মনুষ্যদিগের যে যে বস্তু অতিশয় প্রিয়, সেই সেই বস্তুর প্রতি আসক্তিই তাহাদের দুঃখের কারণ জানিয়া অকিঞ্চন (ত্যক্তপরিগ্রহ) গুরুদাস অনন্তসুখ প্রাপ্ত হন। *(ক্রমশঃ)*

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কোলকাতা - ৩
ফোন ঃ-২৫৫৪ ৪১৫৫

গৌড়ীয় মিশন
(রেজিষ্টার্ড)

"যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ং স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥"

শ্রীশ্রী গৌরকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-মধুপাশ্রিতেষু—

আগামী ৪ই ফাল্গুন, ১৪২১ মঙ্গলবার (১৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৫) গৌড়ীয় মিশনের প্রধান কার্য্যালয় বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজ**-এর ভুবন-মঙ্গলময় ৬৮তম বর্ষপূর্ত্তি শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব তাঁর সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন সহযোগে অনুষ্ঠিত হইবেন।

এতদুপলক্ষে বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে তিন দিন ব্যাপী শ্রীগুরু-প্রশস্তি, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও শ্রীহরি সংকীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবেন। মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব যোগদান করিলে মিশনের সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

নিবেদন ইতি—
শ্রী সজ্জন কিঙ্করাভাস
শ্রী ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ

ঃ সেবাসূচী ঃ

সোমবার, ৩রা ফাল্গুন (১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৫)

পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন ও সন্ধ্যায় শ্রীগুরু-মহিমা কীর্ত্তন ও অধিবাস সঙ্কীর্ত্তন।

মঙ্গলবার, ৪ঠা ফাল্গুন, (১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৫)

পূর্বাহ্ন ৮টা হইতে শ্রীগুরু-বন্দনা কীর্ত্তন, অভিনন্দন পাঠ, মধ্যাহ্নে শ্রীল গোস্বামিপাদের ভাষণ, গুরুপূজা, আরতি ও পুষ্পাঞ্জলি। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় শ্রীগুরু মহিমা কীর্ত্তন ও শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ।

বুধবার, ৫ই ফাল্গুন (১৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৫)

শ্রীশিবচতুর্দ্দশীর ব্রতোপবাস ও শ্রীগুরু মহিমা কীর্ত্তন।

গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক নিঃশুল্ক চক্ষু ও দন্ত পরীক্ষণ শিবির

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনের পরিচালনায় নদীয়া জেলায় স্বরূপগঞ্জস্থিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে গত ৩০শে নভেম্বর, রবিবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা

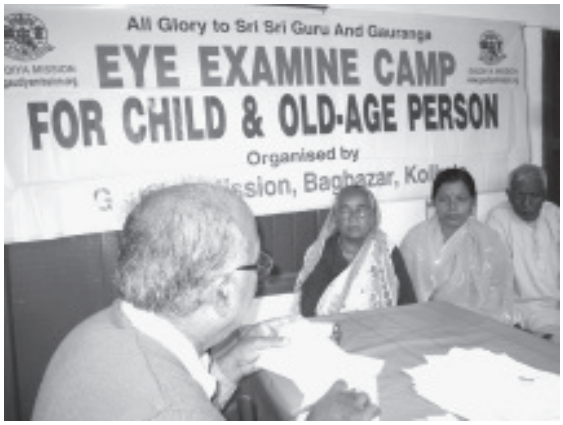

পর্যন্ত নিঃশুল্ক চক্ষু ও দন্ত পরীক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও আবালবৃদ্ধবনিতা সহ প্রায় ১৭৫ জন রোগীর চক্ষু পরীক্ষা ও প্রায় ৭৫ জন রোগীর দন্ত পরীক্ষা করা হয়। Dental World, Kolkata হতে ২ জন দন্ত চিকিৎসক এবং Vivekananda Eye Care Clinic হতে ৩ জন চিকিৎসক রোগীদের সুচিকিৎসা করেন। শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজের পরিচালনায় এবং শ্রীসুদাম দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদুলাল চন্দ্র গড়াই-এর সহযোগিতায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বেলুড় রোটারী ক্লাব এই শিবিরে সহযোগিতা করেন।

নির্যাণ

গৌড়ীয় মিশনের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীবামাচরণ দাস ব্রহ্মচারী গত ৩রা ডিসেম্বর, ২০১৪ বুধবার দুপুর ১.১৫ মিনিটে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে হরিনাম শ্রবণ করতে করতে অপ্রকট লীলা করেন। তিনি ইং ১৯১৮ সালে পূর্বমেদিনীপুরস্থিত মহেশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীদোলগোবিন্দ মাইতি। ছোট থেকেই সরল, শান্ত ও ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন। সামনেই চিরুলিয়া মঠে পিতার সহিত ছোটবেলা থেকেই যাতায়াত করতেন। পূজ্যপাদ শ্রীভক্তিময়ূখ মঙ্গল মহারাজ ইনাকে মঠে নিয়ে আসেন। ষোল বছর বয়সে মঠে যোগদান করে শ্রীল গুরুমহারাজের নিকট হরিনাম প্রাপ্ত হন এবং নিষ্কপটভাবে গুরুসেবা করবার মনোবৃত্তি নিয়ে যখন যা সেবা পেতেন তাই সরলান্তকরণে করতেন। কি বাগান সেবা, কি গো সেবা, বাসন মাজা, সবজী আমান্ন কোন সেবাকেই তাচ্ছিল্য বোধ করতেন না। এমনকি অপ্রকটের ছয়মাস আগে পর্যন্ত সবজী আমান্ন করেছেন। তিনি জ্যোতিষ বিচারও একটু একটু জানতেন। তিনি কানে শুনতে না পেলেও একটা মহৎ গুণ ছিল যে কোন বৈষ্ণবের নিন্দা করতেন না ও নিন্দা শুনতেন না। সম্পূর্ণ শরণাগত চিত্ত ছিলেন। অসুস্থ অবস্থায়ও ঔষধ ব্যবহার করতেন না। সর্বত্র শ্রীল প্রভুপাদের কথা, শ্রীল আচার্যদেবের কথা, গুরুমহারাজের কথা নিজ মনে মনে বিড়বিড় করে বলতেন। এইরূপ নিষ্কপট ভক্তকে হারিয়ে মিশন দুঃখিত ও মর্মাহত।

নির্যাণ

কলকাতা বাগবাজার নিবাসী শ্রীতারানাথ ব্যানার্জী গত ১৩ই ডিসেম্বর, শনিবার সকাল ৬.১৫ মিনিটে অপ্রকট হন। ১৯৪৪ সালে ৬ই জুলাই বাগবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বিশ্বনাথ ব্যানার্জী ও মাতা তরুলতা ব্যানার্জী। ইনি ২০১০ সালে বর্তমান গুরুপাদপদ্ম শ্রীল গোস্বামীপাদের নিকট হরিনাম ও দীক্ষা প্রাপ্ত হন। দীক্ষা নাম তিরুপতি দাসাধিকারী। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থমন্দিরে চার বছর ব্যাপী নিষ্কপটভাবে সেবা করেছেন। বেলা ১১টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত বিভিন্ন সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকতেন। তিনি সরল, নম্র ও মিশুক ব্যবহার দ্বারা সকলকে আনন্দ দিতেন। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত সেবা করে গেছেন।

নিজে পড়ুন ও অপরকে পড়ান

এতদ্বারা সকল শ্রীভক্তিপত্রের গ্রাহকদের জানানো হইতেছে যে, গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত মাসিক বাংলা পারমার্থিক পত্র ''শ্রীভক্তিপত্র'' মিশনের পূর্বতন আচার্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔডুলোমি গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৯৬৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে ইহা ''সজ্জনতোষণী'', ''দৈনিক নদীয়া প্রকাশ'', ''গৌড়ীয়'' ও ''শ্রীগৌড়ীয়'' নামে ১৮৮১ সাল হইতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। এই পত্রিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী, মহাজনদের সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী উপদেশ ও বিভিন্ন সন্ন্যাসী ও ভক্তদের লিখিত বর্ত্তমান যুগের সমস্যা ও তৎদূরীকরণের উপায় সম্বন্ধীয় অজ্ঞাতবিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে আপনাদের প্রচেষ্টায় আমরা প্রায় ১৫০০ জন সদস্য পেয়েছি। আমাদের একান্ত ইচ্ছা উক্ত গ্রাহক সংখ্যা ২০১৫-১৬ এর মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ২৫০০ জনে পরিণত হউক। সেজন্য যাহারা গ্রাহক হইয়াছেন তাহাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ অন্ততপক্ষে যেন ৪-৫ জন করিয়া নতুন গ্রাহক করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বানী প্রচারে সহায়তা করুন।

যোগাযোগ ঃ ০৯৯০৩৬১৫৫৮৬, ০৮৪২০৬৯২৯৫২

নিবেদক—
শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

বিশেষ নিবেদন

এতদ্বারা সকল সজ্জনমণ্ডলীদের জানানো হইতেছে যে, জগৎগুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত প্রায় ১০০ বছরের পুরাতন বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন তথা শ্রীগৌড়ীয় মঠ। মিশনের বর্তমান আচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ইচ্ছানুসারে বর্তমানে ভগবান শ্রীবেদব্যাস বিরচিত দ্বাদশখণ্ড সমন্বিত "শ্রীমদ্ভাগবত" গ্রন্থ প্রকাশন কার্য শুরু হইয়াছেন। প্রায় ৭টি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। আরও পাঁচটি খণ্ড প্রকাশনে অর্থাভাব দেখা গিয়াছে। উক্ত পাঁচটি খণ্ড প্রকাশ করিতে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষাধিক (৭,৫০০০০/-) অর্থের প্রয়োজন।

সকল শ্রদ্ধালু সজ্জন ভক্তবৃন্দদের উক্ত সেবানুকূল্যে সাহায্য করিবার জন্য আবেদন জানানো হইতেছে। যাহারা অর্থানুকূল্য করিবেন তাহাদের নাম নথিভুক্ত করা হইবে।

যোগাযোগ—শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ—Mobile No.-08420692952, Cheque/Draft এই নামে পাঠাবেন—"Gaudiya Mission Book Department" A/C No-0090010381604, IFSC Code No-UTBI0BAZ101, United Bank of India, Baghbazar Branch. এই দান আয়কর বিভাগের 80G ধারায় কর মুক্ত হইবে।

নিবেদক—
শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

Registered : KOL RMS/35/2013-2015

Date of Publication on 02/01/2015

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003
Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের নতুন প্রকাশন

গৌড়ীয় মিশন হইতে শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতম্ দ্বাদশ খণ্ডে নূতন প্রকাশিত হইতে চলিতেছেন। ইতিপূর্বে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম (ব্রজলীলা), ১২শ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org